ভোরের

তারিখ ... 24 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

শিক্ষক টেবিল চেয়ার শ্রেণীকক্ষের সংকটে ভুগছে বগুড়ার স্কুলগুলো

বগুড়া ব্যুরো

গুড়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং াদ্রাসাগুলোর অধিকাংশের অবস্থা করুণ । শিক্ষকের পাশাপাশি টেবিল, চেয়ার এবং বেঞ্চেরও সংকট রয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের াটিতে বসে ক্লাস করতে হয়।

জলা ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, জলায় ৩৫৬টি মাধ্যমিক, ৮৯টি জুনিয়র ও ৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে। অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত কোন সমস্যা নেই। প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র আছে। রকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাও ালো। বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে চরাঞ্চলে স্থাপিত বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও াদ্রাসাগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। ফ্যান তো রের কথা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বসার মতো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও নেই।

ারিয়াকান্দি উপজেলায় ৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। পতলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, নারচি উচ্চ বিদ্যালয়, গণকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সংকট ছাড়াও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। সম্প্রতি ঝড়ে গণকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ১৩টি মাদ্রাসার মধ্যে দাখিল ১০টি, ফাজিল ৩টি ও আলিম টি। অধিকাংশ মাদ্রাসার অবস্থা করুণ। যমুনা নদীতে ভাঙনের কারণে কর্ণিবাড়ি দ্বিমুখী ফাজিল মাদ্রাসাটি স্থানান্তর করতে হচ্ছে। চন্দানবাইশা ামালপুর আবু আবদুল্লাহ মাদ্রাসা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে বেঞ্চের সংকট বেশি। উপজেলায় সরকারি- বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৩টি। কুষ্টিয়ার চর, নারাপালা, াজবোহাইল, চর জানথল, ময়ুরে চর, করতিনাথ, ধাপ, দীঘাপাড়া, শিমুলতাইর, াউছারপাড়া, ডাঙ্গরগাছা, মূলবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। পূর্বচর, চরকর্ণিবাড়ি, য়াবর্ষা, দক্ষিণ শংকরপুর, শংকরপুর, রদলিকা, কুড়িপাড়া, বহুলাডাঙ্গা, করমজাপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের অবস্থা তেমন ভালো নয়। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই।

াবতলী উপজেলায় জাইগুলি, উনচুরকি, ঠোডাঙ্গা স্কুলের বেঞ্চ সংকট থাকলেও িক্ষকরা স্বীকার করেন না। শহীদ জিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, নারুয়ামালা উচ্চ বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিলের খুবই সংকট। কদমতলী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কারের অভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে শিক্ষক-কর্মচারী মাত্র ২০ জন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মমিরুল ইসলাম জানান, অর্থাবে সংস্কার ম্ভব না হওয়ায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া রমপাড়া, সাবেকপাড়া, রামেশ্বরপুর উত্তরপাড়া, তল্লাতলা, দাখিল মাদ্রাসার অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের সংকট প্রকট।

ধুনট উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল দশা। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন, সীমানা প্রাচীর নেই, শিক্ষক স্বল্পতা, শ্রেণী উপকরণের অভাবসহ অন্তহীন সমস্যার বেড়াজালে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনের উদাসীনতা ও তদারকির অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ধুনটে মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৭টি মাদ্রাসা ৩৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীতে ১৬ হাজার ২৫৫ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৮৯৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠদান করছে। বেড়েরবাড়ী, কালেরপাড়া, ছাতিয়ানী, জোড়শিমুল ও ধুনট পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে। প্রধান শিক্ষকের শূন্যতায় ওই সব বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অবকাঠামো ভেঙে পড়েছে। এছাড়া কাদাই দাখিল মাদ্রাসায় ২ জন, জোড়শিমুল ১ জন, গোপালনগর ১ জন, ভাণ্ডারবাড়ী ২ জন, চিকাশী ১ জন ও সোনাহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। উপজেলায় ৭টি বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে গোসাইবাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও ধুনট পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর রয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি বালিকা বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর না থাকায় ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। পিরহাটী, মাঠপাড়া, বিলকাজুলী-পেঁচিবাড়ী, এমপিএসটি, খাটিয়ামারী, সোনাহাটা, গোসাইবাড়ী, ধুনট পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও আদর্শ স্কুলে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শ্রেণী কক্ষ ও বেঞ্চের অভাবে গাদাগাদি করে কখনও দাঁড়িয়ে আবার কখনও মাটিতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। এছাড়াও কোন কোন স্কুলে বিজ্ঞানাগার থাকলেও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নেই। এমপিএসটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসার আলী জানান, বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেও কোন ফল পাচ্ছি না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শফিউল আলম সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, উপর মহলে লেখালেখি করেছি এবং ইতিমধ্যে কয়েকটি স্কুলের উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

আদমদীঘি উপজেলায় ৩০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ হাজার ৩৯৭ শিক্ষার্থী। রাজনৈতিক কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অনেক স্কুলে উৎকোচ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও ৮টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। এমপিভুক্ত হয়নি এমন ৫টি স্কুলের অবস্থা করুণ। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্র নেই। আদমদীঘি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তেমন সমস্যা নেই। ২৭টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ১৯ হাজার ৩০৫ জন। প্রধান শিক্ষকের পদ ৪টি শূন্য। এ উপজেলায় ১৪টি মাদ্রাসার মধ্যে ৩টি এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। সদরের বিভিন্ন গ্রাম, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, শিবগঞ্জ, শাজাহানপুর, দুপচাঁচিয়ার সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর একই অবস্থা। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র সংকট রয়েছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা খন্দকার রেজাউল করিম জানান, ছোটখাটো সমস্যা-সংকট সব প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে।